ভোরের কাগজ
১৪/১০/২০০৮

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

জন মার্টিন

সিডনি থেকে

অভিবাসন খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। বিশেষ করে দেশের সঙ্গে যাদের নাড়ির সম্পর্ক বট গাছের শিকড়ের মতো তারা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রতিদিন বসবাস করেন। মনের এক খণ্ডে বসবাস প্রবাসের আয়েস, স্বাচ্ছন্দ্য আর অন্য খণ্ডে বসবাস- ফেলে আসা স্মৃতি আর আবেগের উত্তাল ঢেউ। তাই এই প্রবাসে বসেও সারাক্ষণ খুঁজি আমার ফেলে আসা বাংলায় ভালো কিছু হলো কিনা। এই প্রবাসে বাংলা আবার পাখা মেললো কিনা।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি এই নতুন প্রজন্মেরও একটু ভালোবাসা আর প্রেম জাগাতে আমাদের কতোই না চেষ্টা। তারপরও সারাক্ষণ এক অদেখা, অজানা ভয় তাড়িয়ে বেড়ায়। মনে হয় এই বুঝি আমাদের সন্তানেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু প্রবাসের এই ছোট্ট গণ্ডিতে আমাদের সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রেম জাগাতে গিয়ে আমরা যেসব ছেলেমানুষী আর কুৎসা রটনা করি তাতে করে ভরসা হয় না দেশের সংস্কৃতি আর মানুষের ওপর আমাদের সন্তানের ভালোবাসা জন্মাবে। এমন একটি দম বন্ধ হওয়া সময়ের ভিতর আমরা অনেক দিন ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলাম। হঠাৎ করেই যেন সেদিন বৃষ্টি এলো। অনেকদিন পর এক পশলা বৃষ্টি। এই বৃষ্টির আয়োজন করেছিল বাংলাদেশের একদল আর্কিটেক্ট।

যারা স্বেচ্ছায় প্রবাসী হয়েছেন অনেকদিন ধরে কিন্তু ভুলে যাননি- নিজেদের শেকড়ের কথা। নিজেরা বানিয়েছেন এক মিলনক্ষেত্র। নাম দিয়েছেন- বাংলাদেশী আর্কিটেক্টস ইন অস্ট্রেলিয়া। একটি কাজ তারা খুব ভালো করেছেন। তা হলো- নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাদ দিয়ে কেবলই ভেবেছেন- এই প্রবাসে বাংলাদেশের চমৎকার স্থাপত্য শিল্পের ঢোল কীভাবে আরো জোরে বাজানো যায়। তারা যে তাদের চিন্তায় কোনো ভেজাল মেশাননি- এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তা না হলে গত ১২ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস (AIA)-এর সঙ্গে যৌথভাবে এমন চমৎকারভাবে Architechtural Excellence In Bangladesh নামের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে পারতেন না। প্রবাসে বসে শুধু নিজেদের ঢোল (মানে শুধু নিজেদের কাজ) না পিটিয়ে ওরা বাংলাদেশের চমৎকার কাজের কথাগুলো বললো কেন? ঐ যে বললাম- নাড়ির টান। তাই পুরো অনুষ্ঠানে নিজেদের জাহির করার চেয়ে কী চমৎকার বিনয় নিয়ে একে একে ডেকেছেন অস্ট্রেলিয়ার একেক জন জাঁদরেল আর্কিটেক্টদের। Pritzker Architecture Prizeকে বলা হয় স্থাপত্যশিল্পের নোবেল প্রাইজ। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় সাতজন সেই পুরস্কারটি পেয়েছেন। Glen Murcutt তাদের মধ্যে একজন। এই বৃদ্ধ বয়সে সেও এসে হাজির। এসেছিল Richard Le Plaserier, Peter Stutchbury-র মতো আর্কিটেক্ট যারা তাদের কাজের জন্য একনামে এই মূলধারায় পরিচিত। পেশাগত কারণে তারা হয়তো কেবল বাংলাদেশের এই আর্কিটেক্টদের চেনে অথচ জানেন না যে দেশ থেকে এই মানুষগুলো এসেছে সেই দেশে কী চমৎকার স্থাপত্যশিল্প রয়েছে।

অনুষ্ঠানে তারা কী করলেন? এক কথায় বাংলাদেশের সকল আর্কিটেক্ট পরম যত্নে এবং গৌরবে এক বিশাল ক্যানভাসে আমার সুন্দর বাংলাদেশের ছবি আঁকলেন। আর ঐ বিদেশী তীক্ষ্ণ চোখগুলো অবাক বিস্ময় নিয়ে সেই ক্যানভাসে আঁকা নতুন বাংলাদেশের ছবি দেখলেন।

সেই ছবি আঁকা শুরু হলো ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টের পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার দিয়ে। তারপর একের পর এক দেখালেন সাত মসজিদ গম্বুজ, লালবাগের কেল্লা, কমলাপুর স্টেশন, শেরেবাংলা নগরের পার্লামেন্ট ভবনসহ বর্তমানের আধুনিক ধারার কাজ- যা এখন ঢাকার আকাশ ছুঁয়েছে। উল্লেখ করলেন মাজহারুল ইসলামের কাজের কথা। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান আর্কিটেক্ট। ঢাকার চারুকলা বিল্ডিং, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রচুর কাজ করে একজন পথিকৃতের কাজ করেছেন। বিদেশে বাংলাদেশকে পরিচিত হতে হয় কেবলই বন্যায় ডুবে থাকা, ঝড়ে ধসে পড়া, গরিব একটি দেশ হিসেবে। অথচ ঐ দেশের পানি আর সবুজ রং যে শিল্পীর হাতে কেমন আলো ছায়ার সঙ্গে খেলা করে তা কেবল মুখে নয় কাজেও দেখালেন ঢাকা থেকে উড়ে আসা রফিক আজম। আমি পুরোনো ঢাকায় বড় হয়েছি। আমার কাছে নতুন বিল্ডিং তৈরি মানেই রাস্তায় ইট, বালু, রড ফেলে মানুষের চলাফেরায় অসুবিধা করা। নতুবা এক বাড়ির গা ঘেঁষে আরেক বাড়ি তৈরি করা। আর সেই ঝামেলা নিয়ে দিনের পর দিন এলাকার মাতবরদের সালিস। পরে অবশ্য এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে চাঁদাবাজি। কিন্তু এই দালান

অভিবাসন খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। বিশেষ করে দেশের সঙ্গে যাদের নাড়ির সম্পর্ক বট গাছের শিকড়ের মতো তারা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রতিদিন বসবাস করেন। মনের এক খণ্ডে বসবাস প্রবাসের আয়েস, স্বাচ্ছন্দ্য আর অন্য খণ্ডে বসবাস- ফেলে আসা স্মৃতি আর আবেগের উত্তাল ঢেউ। তাই এই প্রবাসে বসেও সারাক্ষণ খুঁজি আমার ফেলে আসা বাংলায় ভালো কিছু হলো কিনা। এই প্রবাসে বাংলা আবার পাখা মেললো কিনা।

তৈরি যে এক চমৎকার শিল্প তা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। রফিক আজম সেই শিল্পকে জীবন্ত করে তুললেন তার পদ্যে, তার কবিতায়। উনি আসলে রং তুলির শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। বাবার কারণে হয়ে উঠেছেন একজন আর্কিটেক্ট। কিন্তু যে রং তার মনে দোলা দেয়- তা সে ভুলবে কেমন করে? রফিক আজমের হাতে তার ড্রাফটিং পেন হয়ে উঠতো শিল্পীর তুলি। আর তা দিয়ে এই শিল্পী তৈরি করলেন এক একটি ক্যানভাস। রফিক আজমের কাছে Architecture মানে arTchitecture.

তিনি কী চমৎকার কবিতায় রড, ইট, সিমেন্টের এই বিষয়টি জীবন্ত করে তুললেন তার উপস্থাপনায়। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কেবল তাকিয়ে রইলাম। বড় বড় দালান কি সত্যিই কথা বলে? রফিক আজম কবিতা দিয়ে বললেন- 'যে দেশের বিশাল অংশ পানিতে ডুবে থাকে আর সেই পানি সরে গেলে উর্বর জমি হয়ে উঠে সবুজ মাঠ সেই পানি আর সবুজের খেলা তখন আমার কাজের অনুপ্রেরণা।' আমাদের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় রাষ্ট্রদূত মাহবুব সালেহ অল্প কথায় ভীষণ গুছিয়ে যেভাবে শুভেচ্ছা জানালেন তা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। তার চমৎকার উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি নিশ্চিত করে বলে যে উনি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফরহাদুর রেজা প্রবাল চমৎকার গুছিয়ে কথা বলেন। তার কথার রসের ধারা দেখে অনেকদিন পর প্রবাসে রসের হাঁড়ির অভাব অনুভব করলাম। আসলে এই দলটিতে কারা আছেন যারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি না করে চমৎকার করে বাংলাদেশকে এই বিশাল দেশের মূলধারায় এমন গর্ব ভরে পরিচয় করিয়ে দিলেন? ওরা একদল বাংলাদেশী- যারা নিজেদের জ্ঞান আর দক্ষতা দিয়ে সেদিন সবাইকে জানিয়ে দিলো- বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্প বিশ্বমানের।

অনেকদিন পর প্রবাসে বসে বাংলাদেশকে নিয়ে আবার বুক ফুলালাম। এমনিতেই প্রতিদিন দেশের কাগজে আর পরিচিতজনের মুখে দেশের পচা খবরগুলো শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানে এসে মনে হলো- দেশের সঙ্গে আমার প্রেম এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তা না হলে ঐ শেষের সারিতে বসা কোনো এক 'আমি' যার সঙ্গে দালানকোঠা শিল্পের কোনো সম্পর্ক নেই- তার চোখ কেন ভিজে উঠবে? আমার হৃদয় জুড়ে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। অনেকদিন পর আমি আবার বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির গন্ধ পেয়েছি ঐ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে। এই সুযোগটি যারা আমায় করে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। অনুষ্ঠান শেষে অডিটোরিয়ামের ফয়ারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের আর্কিটেক্টদের কিছু চমৎকার কাজ দেখছিলাম। ঐ যে বললাম কিছু জাঁদরেল আর্কিটেক্টও ওখানে ছিল। কান পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু শব্দ আমাকে পুলকিত করলো। তার মানে আমাদের বাঙালি আর্কিটেক্টদের কাজ ওদের বিস্মিত করেছে। কেউ কেউ তো বললো এবার ওদের বাংলাদেশে যাওয়ার পালা। এমন চমৎকার কাজগুলো নিজ চোখে দেখা দরকার।

আমি দাঁড়িয়ে একটি দৃশ্য কল্পনা করছিলাম। আচ্ছা এই দলের প্রতিভাগুলো এক হয়ে যদি এই সিডনিতে একটি কাজ করতে পারতো- সেটা না জানি কতো চমৎকার হতো! হয়তো এই প্রদর্শনীর একটি বিশাল অংশ জুড়ে সেই কাজটির বর্ণনা থাকতো। আমরা এবং এই দেশের বোদ্ধারা অবাক হয়ে সেই শিল্পকর্মটি দেখতাম আর বুক ফুলিয়ে বলতাম- 'তোমরা শোন, আমরা বাঙালি।' এমন একটি সুযোগ যে আমাদের প্রবাসীদের হাতে আসেনি- তা নয়। কিন্তু আমরা তা কাজে লাগাতে পারিনি। বটগাছ বাড়ির টবে হয় না। তার জন্য দরকার বিশাল জায়গা। প্রতিভা ধারণ করার জন্যও মেধার প্রয়োজন।

এই প্রতিভাগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটি চমৎকার কাজ উপহার দিতে পারতেন অস্ট্রেলিয়ার একুশে একাডেমি যদি নিজেদের দম্ভ আর সীমাবদ্ধতা থেকে বেড়িয়ে এসে আন্তর্জাতিক ভাষা স্তম্ভের ডিজাইনটি এই দলের হাতে ছেড়ে দিতেন। আমার বাংলা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতো। আমরা প্রবাসীরা যে কি সুযোগটি হারিয়েছি- যারা এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তারা টের পেয়েছেন। কিন্তু তারপরও আশা জাগে এই ভেবে যে, বাংলাদেশের শহীদ মিনার একবারে তৈরি হয়নি। হয়তো আমাদের প্রজন্মরাই একদিন অস্ট্রেলিয়ার এই স্মৃতি স্তম্ভ নতুন করে তৈরি করে মুক্তি দিবে এই দীনতার।

জন মার্টিন : অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক।
probashimartins@gmail.com

আজকের রাশিফল

১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার ড. মাধব আচার্য

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল) : অগ্রগতির যোগ, চেষ্টা চালিয়ে যান। আত্মীয় সমাগম। মাথা গরম করবেন না। অনুষ্ঠানে যোগ। শুভ কর্ম। আশাপূর্ণ দুঃখ হতে পারে। যাত্রা শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২০ মে) : শুভ বলা যায় না। সমস্যা দেখা দিবে, সতর্ক থাকবেন। ধৈর্য করে কাজ। কু-কর্ম যোগ। অশান্তি। প্রাপ্তি হতে পারে। ঝামেলা। শ্রী বৃদ্ধি যোগ। ব্যর্থতার যোগ। যাত্রা মধ্যম।

মিথুন (২১ মে-২০ জুন) : কর্মে লিপ্ত থাকবেন। চিন্তা করে কাজ, প্রতারণায় পড়তে পারেন। অর্থ আসতে পারে। সৎসঙ্গ লাভ। বিলাস হতে পারে। বিশ্বাস ও সৌভাগ্য। যাত্রা শুভ।

কর্কট (২১ জুন-২১ জুলাই) : শুভ বলা যায়। সুসংবাদ পাবেন। অগ্রগতির যোগ। পিছ পা দিবেন না। ভোজন প্রিয়। সাফল্য হতে পারে। চিন্তা হতে পারে। ক্ষতির যোগ। উৎসাহ বৃদ্ধি। যাত্রা মধ্যম।

সিংহ (২২ জুলাই-২১ আগস্ট) : ভাল হলেও সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা, সতর্ক থাকবেন। ভ্রমণে আনন্দ। প্রতি হিংসার যোগ। উদ্দেশ্য। অর্থনাশ যোগ। প্রণয় যোগ। সংশয় যোগ। আনুগত্য প্রকাশ। যাত্রা শুভ।

কন্যা (২২ আগস্ট-২১ সেপ্টেম্বর) : শুভ বলা যায় না। বিচলিত করতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ। বহুসুখ হতে পারে। বানা আয়োজন। নেত্ররোগ। বিজয় হতে পারে। ভ্রমণ যোগ। আনুগত্য। যাত্রা মধ্যম।

তুলা (২১ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর) : শুভ বলা যায়। আশা সফল হতে পারে। সমস্যার সমাধান। চলাফেরা সম্পর্কে সতর্ক। সাফল্য লাভ। ব্যাধি হতে পারে। যোগাযোগ। অনট যোগ। উন্মাদনা। যাত্রা মধ্যম।

বৃশ্চিক (২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর) : আত্মীয় সমাগম। ভ্রমণ যোগ, আয়োজন হতে পারে। পারিবারিক শুভ। আরোগ্য লাভ। বিপদ। প্রতিভা যোগ। কাজে শুভ। বিভূতির যোগ। সংশয় যোগ। যাত্রা মধ্যম।

ধনু (২২ নভেম্বর-২০ ডিসেম্বর) : সমস্যার সম্মুখীন। ব্যবসায় শুভ। শান্তি হতে পারে। সুখের যোগ। ব্যাধি হতে পারে। নিন্দা করতে পারেন। অশান্তি হতে পারে। উৎপাত যোগ। ঝামেলার যোগ। যাত্রা শুভ।

মকর (২১ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি) : ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যস্ততায় কাটবে। অর্থ আসতে পারে। মানসিক শান্তি। প্রতিযোগিতা। বিচলিত হতে পারেন। জামেলা। ভ্রমণ যোগ। রক্তপাত যোগ। যাত্রা শুভ।

কুম্ভ (২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি) : শুভ বলা যায়। সমস্যার সমাধান। কাজে যোগ দেওয়া। ব্যস্ততা বাড়বে। অপবাদ এর যোগ। অলসতা করতে পারেন। সম্পদ লাভ। উৎপাত যোগ। ভাগ্যোদয়। যাত্রা মধ্যম।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ) : তেমন শুভ নয়। কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঝুঁকি নিতে হবে। প্রতিশোধ এর যোগ। স্পৃহা যোগ। ভয় হতে পারে। হাসি কান্না। সংশয় যোগ। ব্যয় যোগ। যাত্রা শুভ।